যুগান্তর

তারিখ 19 APR 2017
পৃষ্ঠা 2 কলাম 8

আহলে সুন্নাতের আলটিমেটাম

কওমি মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি বাতিল দাবি

অভিন্ন সিলেবাস, বোর্ড গঠনের প্রস্তাব

চট্টগ্রাম ব্যুরো

কওমি মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি বাতিলের দাবিতে মঙ্গলবারও ব্যাপক বিক্ষোভ করেছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আত সমন্বয় কমিটি। একই সঙ্গে বৈষম্য না বাড়িয়ে বরং অভিন্ন শিক্ষা বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আলিয়া ও কওমি পদ্ধতির সব মাদ্রাসায় এক নীতি, এক সিলেবাস ও কারিকুলাম চালুরও প্রস্তাব করা হয়েছে। মঙ্গলবার বিকাল ৪টায় পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব চত্বরে এ মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করে তারা। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সমন্বয় কমিটির প্রধান সমন্বয়ক মাওলানা এমএ মতিন ।

এমএম মতিন তার বক্তব্যে বলেন, কওমি মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতিতে সরকার শিক্ষানীতিকে ত্রুটিপূর্ণ করে তুলেছে। এতে করে কওমিরা ১ বছরের কোচিং করে যে সনদ পাবেন, আলিয়া শিক্ষার্থীরা ১৭ থেকে ২০ বছর পড়ালেখা করে সে সনদ পাচ্ছেন। ফলে একটি বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থার সৃষ্টি হবে। এ বৈষম্য মেনে নেয়া হবে না। আমরা এক সপ্তাহ অপেক্ষা করব। এরপর কওমি সনদ বাতিলে দেশব্যাপী আন্দোলনসহ হাইকোর্টে রিটের মাধ্যমে আইনি পদক্ষেপ নেয়া হবে। সমন্বয় কমিটির চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সমন্বয়ক অধ্যক্ষ মুফতি হারুনুর রশিদের সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন অ্যাডভোকেট মোছাহেব উদ্দীন বখতিয়ার।

সমাবেশে এমএ মতিন আরও বলেন, কওমি মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতিতে শিক্ষানীতিকে বিভক্ত করে মুসলমানদের বিভেদের মধ্যে ঠেলে দেয়া হয়েছে। সব মাদ্রাসার জন্য অভিন্ন নীতি চালু করা হলে দেশে চলমান ওহাবি-সুন্নি বিতর্ক কমে আসবে, পাশাপাশি ইসলামের নামে উগ্রবাদ-সন্ত্রাসবাদও হালে পানি পাবে না। সরকার উগ্রবাদী, চিহ্নিত সন্ত্রাসীগোষ্ঠী হেফাজতের সঙ্গে আপস করেছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর